মিউজিয়াম বা জাদুঘর বা সংগ্রহশালা কী?

মিউজিয়াম যার বাংলা অর্থ জাদুঘর বা সংগ্রহশালা, যেটি এমন একটি ভবন যেখানে ঐতিহাসিক নিদর্শন, বৈজ্ঞানিক, শৈল্পিক বা সাংস্কৃতিক বস্তুগুলিকে সংরক্ষণ করা হয়, সেগুলো সর্বসাধারণের কাছে প্রদর্শিত করা হয়। প্রচলিত অর্থে, এ ধরনের সংগঠন বা প্রতিষ্ঠানকে সংগ্রহশালা বলা হয়ে থাকে। আবার অনেকে একে আজয়েব ঘর অর্থাৎ, আজব জিনিসের বাড়ি বলে থাকেন। আর কলকাতার লোকেরা ইন্ডিয়ান মিউজিয়ামকে বলে আসছেন যাদুঘর, যেমন—বোটানিক্যাল গার্ডেনকে বলতেন কোম্পানির বাগান। পশুশালা অর্থাৎ, জুলজিক্যাল গার্ডেন যেখানে পাখি ছাড়াও অন্যান্য অনেকরকম জীবজন্তু রয়েছে, তার নাম দিয়েছেন চিড়িয়াখানা। আবার যেখানে পুরোনো কাগজপত্তর, দলিল-দস্তাবেজ, চিঠিপত্র, সরকারি কাগজপত্তর প্রভৃতিকে সংরক্ষণ করা হয় সেই আর্কাইভের ভারতীয় নাম হল মহাফেজখানা।

মিউজিয়ামের ধারণা

মিউজিয়াম (Museum) শব্দের উৎপত্তি ধ্রুপদী গ্রিক শব্দ 'মিউজিয়ন' (Mouseion) থেকে, যার অর্থ মিউজ দেবীর মন্দির। দেবরাজ জেনাস (Zenus) এবং নেমোসাইন (Mnemosyne) বা স্মৃতির দেবী ও তাঁর কন্যাদের, গ্রিক দেবদেবীতত্ত্ব মতে, বলা হত মিউজেস (Muses)। প্রাচীন গ্রিসে এই মিউজেসের সংখ্যা ছিল নয়টি। তাই মিউজিয়ন হল নয়টি গ্রিক দেবীর সম্মিলিতভাবে আরাধনার স্থান বা মন্দির যা একটি দার্শনিক প্রতিষ্ঠান বা একান্তে চিন্তনের স্থান হিসাবে মনোনীত। প্রচলিত ধর্ম বিশ্বাস অনুসারে এই দেবদেবীরা সকলেই ছিলেন কুমারী দেবী এবং একেকজন ছিলেন জ্ঞান, বিজ্ঞান, কলার একক বিষয়ের অধিষ্ঠাত্রী এবং সেই বিষয়ে মানুষের প্রেরণার উৎস হলেন এইসব জ্ঞানময়ী দেবী। সঙ্গীত, কাব্য, নাটক, জ্যোতির্বিজ্ঞান প্রভৃতি নানা বিষয়ে, ব্যুৎপত্তি লাভের জন্য তাদের আরাধনা ও ধ্যান করা হত। ফলে মিউজদের মন্দিরকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছিল এইসব সংস্কৃতির চর্চার কেন্দ্র, গ্রন্থাগার, মানমন্দির, যাকে বলা হত 'মিউজিয়ন'। 'মিউজিয়ন'-এর লাতিন শব্দের ব্যবহার হল মিউজিয়াম এবং রোমানদের সময়ে এটি প্রধানত দার্শনিকদের আলোচনাস্থল হিসাবে বিবেচিত হত। এইভাবে, আলেকজান্দ্রিয়ায় টলেমি আই সোটার খ্রিস্টপূর্ব তৃতীয় শতাব্দীর প্রথমদিকে ২৮৪ খ্রিস্টপূর্বাব্দে মিউজিয়াম বা সংগ্রহশালা প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। তবে সেখানে

পড়ুয়াদের জন্য কলেজ এবং একটি গ্রন্থাগার ছিল, সুতরাং আলেজান্দ্রিয়ার মিউজিয়ামের প্রকৃতি ছিল উচ্চ শিক্ষা ও অনুশীলন কেন্দ্র, পাঠাগার নির্ভর একাডেমি, তবে এটিকে শুধুমাত্র ঐতিহ্যগত বস্তুগুলিকে সংরক্ষণ করার জন্য সংগ্রহশালা হিসাবে বিবেচিত করা ঠিক হবে না।

সংরক্ষণের ধারণাটি সংগ্রহের ধারণার সাথে ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত কারণ সংগ্রহের জন্য যেটা সবচেয়ে জরুরি সেটা হল দরকারি বস্তুগুলিকে সংরক্ষণ ও রক্ষণাবেক্ষণ করা। কিছু বস্তু থাকে যা অন্যদের তুলনায় অনেক বেশি টেকসই, তাই বস্তুগুলি যে উপাদান দিয়ে তৈরি হয়েছিল তা নির্ধারণ করে তারপর সংরক্ষণের পদ্ধতি নির্ধারণ করতে হয়। উদাহরণস্বরূপ, জৈব পদার্থ সংরক্ষণ করা, প্রাণীর চামড়া, উদ্ভিদভিত্তিক উপকরণ, চামড়া এবং টেক্সটাইল সংরক্ষণের জন্য অনেক বেশি যত্নের প্রয়োজন হয়। ডিহাইড্রেশন (মমিফিকেশন) হল জৈব পদার্থের সংরক্ষণের প্রাচীনতম পদ্ধতি। মমিগুলি উদ্দেশ্যমূলকভাবে মানুষ এবং অন্যান্য প্রাণী উভয়ের জন্য তৈরি করা হয়েছিল অন্তত ৮০০০ বছর আগে পেরুতে এবং অন্তত ৫০০০ বছর আগে মিশরে। এই সময়ে, গ্রিক মন্দিরের কোষাগারে জনকল্যাণের জন্য প্রদত্ত সম্পত্তিস্বরূপ বস্তু জমা রাখা হত এবং ইসলামিক ধারণাতে বস্তু দান করা একটি আরবি সংগ্রহের ঐতিহ্যকে আনুষ্ঠানিক রূপ দেওয়া হয়েছিল। ইউরোপে ধ্রুপদী প্রাচীনত্বের বস্তুগুলি সংগ্রহ করা প্রশংসার যোগ্য বলে মনে করা হত, যা ব্যক্তিগত সংগ্রহের মজুত বৃদ্ধিকে উৎসাহিত করেছিল এবং বেশ কিছু পোপ, রাজপুত্র এবং অন্যান্য ধনী নাগরিকরা ধ্রুপদী স্থানগুলির খননের জন্য বিশেষ করে ১৪৫০-১৫৫০ সালের মধ্যে অর্থ ঢেলেছিল বা অর্থ ব্যয়ে উৎসাহিত করেছিল। সেই সময়কালে ইউরোপে কৌতূহলীপ্রবণতা প্রথম লক্ষ করা গিয়েছিল (যাকে Kunst/Wunderkammern বলা হয়)।

মিউজিয়াম বা সংগ্রহশালাগুলি আজ স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার পরিপূরক ও গণশিক্ষার অবিচ্ছেদ্য অংশ বা অঙ্গ হিসাবে স্বীকৃত। ঐতিহাসিক শিল্পবস্তু থেকে শুরু করে পুরাবস্তু, নৃতাত্ত্বিক, জীব ও উদ্ভিদবিজ্ঞান, ভূ-তত্ত্ব, রসায়ন, পদার্থবিদ্যা, কারিগরি বিজ্ঞান, সাহিত্য ও জীবনী প্রভৃতি সকল বিষয়ের সঙ্গে সম্পর্কিত প্রাকৃত ও মানবজীবনের অনেক প্রামাণ্য উপাদান, উপকরণ ও নিদর্শন বিভিন্ন সংগ্রহশালায় ছড়িয়ে আছে, যা মানবসভ্যতার অন্যতম ধনসম্ভার হিসাবে পরিগণিত। সমাজজীবনের পরিবর্তনের সাথে সাথে সংগ্রহশালাগুলি ক্রমশ গণশিক্ষার মাধ্যম হিসাবে পরিবর্তিত হয়েছে। এই সংগ্রহশালাগুলি ছাড়াও উদ্ভিদকানন, মীনাগার, তারামণ্ডল, অভয়ারণ্য, চিড়িয়াখানা, মহাফেজখানা প্রভৃতি স্থানে কখনও একা একা অথবা দলবদ্ধভাবে বা সপরিবারে পরিদর্শনে যাওয়া হয় এবং সেখান থেকে নতুন নতুন তথ্য ও তত্ত্বসহ মনোরম আনন্দের সন্ধান পাওয়া যায়।

জাদুঘর প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্য

বিভিন্ন সময় পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে জাদুঘর গড়ে উঠেছিল। বিশেষ করে পুরাতত্ত্ব ও ইতিহাস চর্চা শুরু হওয়ার পর থেকে জাদুঘর গড়ে ওঠার প্রবণতা অনেক বৃদ্ধি পেয়েছিল। প্রথমত, পুরাবস্তু সংগ্রহ করে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে সংরক্ষণ করে রাখার উদ্দেশ্যে জাদুঘর গড়ে তোলা হয়। যত্রতত্র পুরাবস্তু রাখা হলে খুব তাড়াতাড়ি তা বিনষ্ট হয়ে যেতে পারে। দ্বিতীয়ত, ঐতিহাসিক, পুরাতাত্ত্বিক, সাংবাদিক, গবেষক ও অন্যান্যদের শিক্ষামূলক কাজে এই জাদুঘরে সংরক্ষিত উপাদানগুলি সহায়তা দান করে থাকে। একই জায়গায় বিভিন্ন সময়ে সংগৃহীত উপাদানসমূহ, মানব সভ্যতার ঐতিহ্য নিরূপণ এবং অনুসন্ধানে খুবই গুরুত্বপূর্ণ। তৃতীয়ত, কোনো একটি দেশ বা জাতির পুরানো

ঐতিহ্য সংরক্ষণে জাদুঘরের কোনো বিকল্প নেই। জাতীয়তাবাদ এবং দেশপ্রেম জাগরণে জাদুঘর কার্যকরী ভূমিকা পালন করতে পারে। চতুর্থত, সাধারণ মানুষের মনোরঞ্জনের জন্যেও জাদুঘর ব্যবহৃত হয়ে থাকে। সেই জন্যেই হয়তো গবেষকদের থেকেও বেশি সংখ্যক মানুষ জাদুঘর ভ্রমণে গিয়ে থাকে। পঞ্চমত, প্রশাসনিক ও পরিচালন সমিতির কর্মকর্তাদের পেশাগত দক্ষতা বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে জাদুঘর অনেক সময় ব্যবহৃত হয়ে থাকে। কোনো কোনো সংস্থা নিজের কর্মচারীদের প্রশিক্ষণের উদ্দেশ্যে জাদুঘরের সাহায্য নিয়ে থাকে।

মিউজিয়ামের শ্রেণি বিভাগ

মিউজিয়ামে সংরক্ষিত উপাদান এবং মিউজিয়াম প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যকে কেন্দ্র করে প্রতিষ্ঠিত মিউজিয়ামগুলিকে বিভিন্ন শ্রেণিতে ভাগ করা যেতে পারে।

১. **প্রত্নতাত্ত্বিক মিউজিয়াম ঃ** সাধারণত মাটির নীচ অথবা মাটির উপরে বিক্ষিপ্তভাবে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা প্রাচীন প্রত্নবস্তুসমূহ সংগ্রহ করে এই মিউজিয়ামে রাখা হয়। মুদ্রা, শিলালিপি, তাম্রশাসন, অলঙ্কার, তৈজসপত্র প্রভৃতি ভাস্কর্য শিল্পের নিদর্শন এই ধরনের মিউজিয়ামে সংরক্ষণ করে রাখা হয়। ভারতের সারনাথ ও সাঁচি মিউজিয়াম হল যার প্রকৃষ্ট উদাহরণ।

২. **ঐতিহাসিক মিউজিয়াম ঃ** ঐতিহাসিক কোনো স্থান বা স্থাপত্য, অথবা প্রথিতযশা কোনো ব্যক্তিকে কেন্দ্র করে এই ধরনের মিউজিয়াম গড়ে ওঠে। সাধারণত, ঐতিহাসিক দিক থেকে গুরুত্বপূর্ণ উপাদানগুলি এখানে সংগ্রহ করে রাখা হয়। মুর্শিদাবাদের হাজারদুয়ারী ভবনটি ঐতিহাসিক মিউজিয়ামের খুব ভালো উদাহরণ।

৩. **শিল্প মিউজিয়াম ঃ** এই ধরনের মিউজিয়ামে মূলত শিল্পকলার নানা নিদর্শন সংরক্ষণ করে রাখা হয়। যেকোনো ভাস্কর্য শিল্প, চিত্রকলা, হাতের কাজ প্রভৃতি সংরক্ষণ করে রাখা হয়। কোলকাতার গগনেন্দ্র সংগ্রহশালা এমনই এক মিউজিয়াম।

৪. **প্রাকৃতিক মিউজিয়ামঃ** সমুদ্র, উদ্ভিদ, খনিজ সম্পদ প্রভৃতি

প্রাকৃতিক উপাদান এই মিউজিয়ামে সংরক্ষণ করে রাখা হয়। সামুদ্রিক জাহাজের ধ্বংসাবশেষ, খনিজ উপাদান, বিশেষ কোনো ধাতু প্রভৃতি এখানে সংরক্ষণ করে রাখা হয়। ধানবাদের ইন্ডিয়ান স্কুল অফ সায়েন্স-এ এইরকম একটি মিউজিয়াম গড়ে তোলা হয়েছে।

৫. **বিশ্বকোষ মিউজিয়ামঃ** এই ধরনের মিউজিয়ামে স্থানীয়, রাষ্ট্রীয় এবং আন্তর্জাতিক স্তরের বিভিন্ন উপাদান সংগ্রহ করে রাখা হয়। এই মিউজিয়ামগুলিতে নানা বিচিত্র ধরনের উপাদান সংরক্ষিত থাকে। কোলকাতার ভারতীয় জাদুঘর এবং নতুন দিল্লির ন্যাশনাল মিউজিয়াম হল যার প্রকৃষ্ট উদাহরণ।

৬. **অন্যান্য মিউজিয়ামঃ** এছাড়াও নানা বিচিত্র ধরনের মিউজিয়াম থাকতে পারে। সামরিক মিউজিয়ামে যুদ্ধ সংক্রান্ত বিভিন্ন অস্ত্রশস্ত্র, পোশাক, চুক্তিপত্র প্রভৃতি সংরক্ষণ করে রাখা হয়। আবার, রেল ও পোস্ট অফিসের মিউজিয়ামগুলিতে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে পুরাতন ঐতিহ্য সংগ্রহ করে রাখা হয়। বিজ্ঞান ভিত্তিক মিউজিয়ামে বিজ্ঞান শাখার নানা বিষয় সংরক্ষণ করে রাখা হয়। অনেক সময় অতীতের জীবনযাত্রাকে কৃত্রিম ভাবে উপস্থাপন করার প্রচেষ্টা করা হয়। এই প্রচেষ্টা যেখানে করা হয়, তাকে জীবন্ত মিউজিয়াম বা Living Museum বলা হয়। স্থানীয় স্তরে উপাদান বা artefact সংগ্রহ করে যেখানে সংরক্ষণ করে রাখা হয়, তাকে স্থানীয় মিউজিয়াম বলা হয়। ব্যক্তিগত উদ্যোগেও অনেক সময় মিউজিয়াম গড়ে উঠতে পারে। Zoological Park এবং Botanical Garden-কে জৈব মিউজিয়ামের আওতায় ফেলা হয়। বর্তমানে আবার ভার্চুয়াল মিউজিয়ামের ধারণা প্রচলিত রয়েছে। এইক্ষেত্রে, ওয়েবসাইটে বিভিন্ন সংরক্ষিত উপাদানসমূহকে আপলোড করে সর্বসাধারণের প্রদর্শনের জন্য রাখা হয়।

জাদুঘর ও সংগ্রহশালায় সংরক্ষিত প্রত্নবস্তু, দলিল, পাণ্ডুলিপি এবং অন্যান্য নথি নানা প্রাকৃতিক, জৈবিক, মানব-সৃষ্ট কারণে বিনষ্ট হয়ে যেতে পারে। দীর্ঘদিন ধরে টিকে থাকা প্রত্নবস্তু পুনরুদ্ধার করা, সংগ্রহ করা এবং প্রায় বিনষ্ট হয়ে যাওয়া উপাদানগুলিকে পুনর্নির্মাণ করা জাদুঘরের মূল দায়িত্ব। সংগৃহীত প্রত্নবস্তু রক্ষণাবেক্ষণের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ মূলত তিনটি পর্যায় অনুসরণ করে থাকেন—১. প্রত্নবস্তু বা দলিল-দস্তাবেজের সংরক্ষণ (PRESERVATION), ২. পুনরুদ্ধার পুনরুজ্জীবন (CURATIVE), এবং পুনর্নির্মাণ (RESTORATION)।

জাদুঘর ও মহাফেজখানায় সংরক্ষিত বস্তুগুলিকে মূলত প্রত্যক্ষগোচর বা TANGIBLE এবং অপ্রত্যক্ষগোচর বা INTANGIBLE—এই দুটি পর্যায়ে ভাগ করা যেতে পারে। কাষ্ঠ, প্রস্তর, ধাতু, মৃত্তিকা, কাগজ, বস্ত্রাদি প্রভৃতি প্রত্নবস্তু প্রত্যক্ষগোচরের তালিকাভুক্ত। অন্যদিকে নৃত্যকলা, সঙ্গীত, বিশেষ কোনো রীতি সহ সাংস্কৃতিক বিষয়গুলিকে অপ্রত্যক্ষগোচরের তালিকাভুক্ত করা হয়। জাদুঘর ও মহাফেজখানায় সংরক্ষিত প্রত্নবস্তুগুলি ে মূলত দুটি ভাগে ভাগ করা যায়—১. জৈবিক বা ORGANIC এবং অজৈবিক বা INORGANIC। অর্থাৎ, প্রানিজ বা উদ্ভিজ্জ উপাদান থেকে বস্তুসামগ্রী যথা কাগজ, হাতির দাঁত, কাঠ, বস্ত্র, চামড়া প্রভৃতি উপাদান দিয়ে তৈরি বস্তুকে জৈবিক তালিকাভুক্ত করা হয়। অন্যদিকে, প্রাকৃতিক উপাদান যথা প্রস্তর, লোহা, তামা, মাটি প্রভৃতি উপাদান দিয়ে তৈরি বস্তুগুলিকে অজৈবিক তালিকাভুক্ত করা হয়। সুতরাং, এইসমস্ত জৈবিক ও অজৈবিক উপাদানগুলির রক্ষণাবেক্ষণের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট সংস্থা এবং কর্তৃপক্ষ ভিন্ন ভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করে থাকেন। বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি অনুসরণ করে জাদুঘর ও মহাফেজখানায় সংরক্ষণের নানা প্রযুক্তিগত এবং রাসায়নিক পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়। কয়েকটি পর্যায়ে ভাগ করে সেইসমস্ত সংরক্ষণ পদ্ধতিগুলির বিষয়ে আলোচনা করা যেতে পারে।

প্রথমত, ক্ষণস্থায়ী, ভঙ্গুর, পচনশীল উপাদান দিয়ে তৈরি প্রত্নবস্তু খুব সহজেই ধ্বংস হয়ে যেতে পারে। বিশেষ করে কাঠ, কাগজ, চামড়া, রবার, কাপড় প্রভৃতি উপাদানে প্রত্নবস্তু সামগ্রী খুব দ্রুত বিনষ্ট হয়ে যায়। ফলে এইসমস্ত প্রত্নবস্তু সংরক্ষণের ক্ষেত্রে নানা রাসায়নিক পদ্ধতি অবলম্বন করা হয়। পাশাপাশি, সংরক্ষিত স্থানের তাপমাত্রা ও আর্দ্রতা নিয়ন্ত্রণ করেও প্রত্নবস্তুর স্থায়িত্ব দীর্ঘায়িত করা হয়। সংরক্ষণের নিয়ম অনুযায়ী, ২০ থেকে ৩৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস এবং ৪৫ থেকে ৬০ শতাংশ আর্দ্রতায় এইসমস্ত প্রত্নবস্তু ভালো রাখা যায়। ফলে, সংরক্ষিত স্থানের এই নির্দিষ্ট তাপমাত্রা এবং আর্দ্রতা বজায় রাখা আবশ্যিক।

দ্বিতীয়ত, পশুর হাড়, হাতির দাঁত, প্রস্তর নির্মিত প্রত্নবস্তু সংগ্রহ করে সংরক্ষণের ক্ষেত্রে ভিন্ন পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়। পরিষ্কার জলে ব্রাশ সহযোগে সংগৃহীত প্রত্নবস্তুসামগ্রী পরিচ্ছন্ন করা হয়। তারপর, রাসায়নিক সহযোগে সেই প্রত্নবস্তু সংরক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়। উষ্ণ তাপমাত্রা এবং খুব

বেশি আর্দ্রতা অথবা শুষ্কতা এই সমস্ত জিনিসের ক্ষতি করতে পারে বলে সংরক্ষণের সময় সঠিক তাপমাত্রা এবং আর্দ্রতা বজায় রাখা অত্যন্ত জরুরি।

তৃতীয়ত, তামা, ব্রোঞ্জ, লোহা, সোনা, রুপো প্রভৃতি ধাতু দিয়ে তৈরি প্রত্নবস্তুতে মরিচা পড়ে অথবা প্রাকৃতিক আস্তরণ পড়ে প্রত্নবস্তুর জৌলুস এবং স্থায়িত্ব কমিয়ে দিতে পারে। অত্যধিক খাদের ব্যবহার করা হলে সূক্ষ্ম ধাতুর ক্ষতি ও ক্ষয়সাধন হতে পারে। ফলে, ধাতব প্রত্নবস্তু রক্ষণাবেক্ষণের ক্ষেত্রে বিভিন্ন ধরনের রাসায়নিক দ্রব্য ব্যবহার করা হয়।

চতুর্থত, কাগজ, চামড়া, তালপাতা নির্মিত দলিল-দস্তাবেজ উইপোকা, আরশোলা সহ বিভিন্ন পোকামাকড়ের আক্রমণে এবং ইঁদুরের দৌরাত্ম্যে নষ্ট হয়ে যেতে পারে। সেইক্ষেত্রে, উপযুক্ত কীটনাশক ব্যবহার করা হয়। প্রাচীন পাণ্ডুলিপি, দলিল, তৈজসপত্র রক্ষণাবেক্ষণের ক্ষেত্রে স্যাঁতস্যাঁতে জায়গা সাধারণত বর্জন করা হয়। পর্যাপ্ত আলো-বাতাস চলাচলের উপযুক্ত স্থানে এই ধরনের বস্তু সংরক্ষণ করে রাখা হয়।

পঞ্চমত, বন্যা, ভূমিকম্প, অতিরিক্ত ঝড়-বৃষ্টি, অগ্ন্যুৎপাত প্রভৃতি কারণে সংগ্রহশালার প্রভূত ক্ষতি হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। সেই কারণে সংগ্রহশালাগুলি সাধারণত কোনো উঁচু জায়গায় এবং নিরাপদ স্থানে তৈরি করা হয়। বন্যার জল কোনো সংগ্রহশালা অথবা মহাফেজখানায় প্রবেশ করলে তৎক্ষণাৎ প্রত্নবস্তুগুলি পুনরুদ্ধার করে সংরক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়। সংগ্রহশালার পার্শ্ববর্তী স্থানে সাধারণত রেস্তোরাঁ, বৈদ্যুতিক চুল্লি, রাসায়নিক কারখানা, তৈল শোধনাগার প্রভৃতি নির্মাণের অনুমতি দেওয়া হয় না।

ষষ্ঠত, আবহাওয়ার পরিবর্তন, বায়ুদূষণ প্রভৃতি কারণে স্মৃতিসৌধগুলি বিনষ্ট হয়ে যায়। উদাহরণ হিসাবে বলা যায় যে, যমুনা নদীর তীরবর্তী কলকারখানাগুলি থেকে নির্গত অনবরত বিষাক্ত ধোঁয়ার প্রভাবে তাজমহলের প্রভূত ক্ষতি হচ্ছে। দূষণ নিরোধক যন্ত্র এবং প্রযুক্তির ব্যবহার করে ক্ষতির পরিমাণ যথাসম্ভব কম করার কথা বলা হয়। এই ধরনের ঘটনা এড়ানোর জন্য সরকারি এবং প্রাতিষ্ঠানিক ভাবে বিভিন্ন বিধিনিষেধ আরোপ করে দূষণের হাত থেকে স্মৃতিসৌধগুলি সংরক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়।

সপ্তমত, জাদুঘর বা মহাফেজখানার সৌধ বা গৃহটি উপযুক্ত নিয়ম মেনে প্রস্তুত করা হয়। টিন বা অন্য কোনো ভঙ্গুর উপাদান দিয়ে সাধারণত

সংগ্রহালয়ের ছাদ নির্মাণ করা হয় না। অতিরিক্ত সূর্যের আলো যাতে প্রবেশ করে প্রত্নবস্তুর ক্ষয়সাধন করতে না পারে, সেই বিষয়টির উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়। অত্যধিক বৈদ্যুতিক আলোর ব্যবহারও বর্জন করা হয়। কম আলো এবং উপযুক্ত বাতাস চলাচলের সংস্থান রয়েছে, এমন জায়গাতেই প্রত্নবস্তু সংরক্ষণ করে রাখা হয়। সংগ্রহালয়ের সম্পূর্ণ স্থানটিকে তিনটি পর্যায়ে বিভক্ত করে ৪০ শতাংশ প্রদর্শনের জন্য, ৪০ শতাংশ শুধু সংরক্ষণের জন্য এবং ২০ শতাংশ আধিকারিকদের ব্যবহারের জন্য সাধারণত রাখা হয়।

অষ্টমত, যেকোনো প্রত্নবস্তু সংগ্রহালয়ের মধ্যে অধিগ্রহণের সময় নির্দিষ্ট জায়গায় নথিভুক্ত করে রাখতে হয়। প্রত্নবস্তু বা পাণ্ডুলিপি অধিগ্রহণের সময় কী অবস্থায় সংগৃহীত হচ্ছে এবং তা সংরক্ষণের জন্য উপযুক্ত পদক্ষেপ গ্রহণ করার পর তার স্বরূপ কেমন হচ্ছে, তার পূর্ণাঙ্গ বিবরণ নথিভুক্ত করে রাখা হয়। এই প্রক্রিয়াটির সম্পূর্ণ চিত্র অথবা ভিডিও তুলে রাখা হয়। প্রদর্শনীর জন্য ব্যবহৃত বস্তুকে সঠিক ভাবে স্থানান্তরিত করার ব্যবস্থা করা হয়। যেকোনো সংগৃহীত বস্তু এক স্থান থেকে অন্যত্র পরিবহন করার ক্ষেত্রে মোড়ক প্রস্তুত সহ পরিবহনের যাবতীয় সাবধানতা অবলম্বন করা হয়।

নবমত, সংগ্রহালয়ে দর্শকদের প্রবেশের ক্ষেত্রে নানা বিধিনিষেধ আরোপ করা হয়। যেকোনো ধরনের খাদ্য ও পানীয় বস্তু নিয়ে প্রবেশ করা নিষিদ্ধ। কারণ খাদ্যবস্তু থেকে জীবাণুর সংক্রমণ প্রত্নবস্তুর ক্ষতি করতে পারে। অতিরিক্ত ভিড় নিয়ন্ত্রণ করা হয়। পর্যটকরা যাতে হাত দিয়ে স্পর্শ করে কোনো প্রত্নবস্তুর ক্ষতি করতে না পারে সেইজন্য কাঁচ, লোহা, স্টিল এবং দড়ির বেষ্টনী ব্যবহার করা হয়।

ও অন্যান্য সংগ্রহশালা যদি সকলের ব্যবহারের উপযুক্ত না হয়, তাহলে তার সার্থকতা সমূলে বিনষ্ট হয়ে যায়। সেই জন্য বর্তমানে পর্যটকদের আকর্ষণের জন্য সংগ্রহশালাগুলি নানাবিধ পরিকল্পনা গ্রহণ করে থাকে। বিশেষ করে বিভিন্ন সময় প্রদর্শনীর আয়োজন, আলোচনাসভা, কর্মশালা, প্রশ্নোত্তর প্রতিযোগিতা প্রভৃতি আয়োজন করে পর্যটকদের আকর্ষণ বৃদ্ধির প্রচেষ্টা লক্ষ করা যায়। সুতরাং প্রত্নবস্তু বা পাণ্ডুলিপি সংগ্রহ করে তা বৈজ্ঞানিক উপায় মেনে সংরক্ষণ করার মধ্যেই সংগ্রহশালার দায়িত্ব শেষ হয়ে যায় না। জাদুঘর বিদ্যায় সংগ্রহশালার প্রদর্শন নীতির উপরেও বিশেষ ভাবে চর্চা এবং প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। সংগ্রহশালায় গৃহীত কতকগুলি প্রদর্শন নীতির বিষয়ে সংক্ষেপে আলোচনা করা যেতে পারে।

১. সংগ্রহশালার গ্যালারিগুলি খোলামেলা এবং সুপ্রশস্ত হওয়া অত্যন্ত জরুরি। কারণ, পর্যটকদের চলাচলের জন্য এবং প্রদর্শনের জন্য উপযুক্ত স্থান সংকুলান আবশ্যক। কোনো সংকীর্ণ স্থানে গাদাগাদি করে প্রদর্শন যেমন অস্বস্তিকর তেমনই সমস্যাজনক।

২. প্রদর্শনস্থলগুলিতে সঠিক আলোর ব্যবহার খুবই গুরুত্বপূর্ণ। অত্যধিক আলো যেমন প্রত্নবস্তুর ক্ষতি করতে থাকে তেমনই তা পর্যটকদের কাছেও বিরক্তিকর মনে হতে পারে। প্রদর্শনের সময় পর্যটকদের চোখে সরাসরি যাতে আলোর বিচ্ছুরণ না পড়ে, সেই বিষয়টি নজরে রাখতে হয়। প্রাকৃতিক আলোর বিকল্প কিছু হয় না ঠিকই। কিন্তু, প্রাকৃতিক আলোকে নিয়ন্ত্রণ করা যায় না বলে সাধারণত কৃত্রিম বৈদ্যুতিক আলো ব্যবহার করা হয়। প্রদর্শনস্থলে আলো কমানো বা বাড়ানোর বিশেষ সুযোগ থাকাটা বাঞ্ছনীয়।

৪. প্রত্নবস্তু প্রদর্শনের জন্য বিশেষ ধরনের শো-কেস অথবা পেডেস্টাল ব্যবহার করা হয়। বৃহৎ প্রত্নবস্তুর ক্ষেত্রে বড়ো গ্যালারি অথবা মুক্তাঙ্গনের ব্যবহার লক্ষ করা যায়। সারিবদ্ধ ভাবে একই সরলরেখায় প্রত্নবস্তুগুলি সজ্জিত রাখা হয়, যাতে পর্যটকদের পরিদর্শনের সময় কোনো বাধার সৃষ্টি করতে না পারে। প্রত্নবস্তু রাখার পশ্চাৎভাগের রং ও আলো নির্বাচনের ক্ষেত্রে বিশেষ নজর দেওয়া হয়।

৫. প্রত্নবস্তু প্রদর্শনের সময় সেইগুলিকে চরিত্রের নিরিখে বিভিন্ন ভাগে ভাগ করে পৃথক গ্যালারিতে প্রদর্শনের ব্যবস্থা করা হয়। অর্থাৎ, জীববিদ্যা

সংক্রান্ত, ধাতব বস্তু, পোশাকপরিচ্ছদ, পুথি ও পাণ্ডুলিপি, তৈলচিত্র, আসবাবপত্র প্রভৃতি বস্তু প্রদর্শনের ক্ষেত্রে পৃথক গ্যালারি ব্যবহার করা হয়।

৬. দর্শকদের আকর্ষণের জন্য সংগ্রহশালার বাইরে ও ভেতরে বিশেষ সাজসজ্জার পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়। বিশেষ করে সংগ্রহশালার প্রকৃতি অনুযায়ী তার বহিঃসজ্জাকে ফুটিয়ে তোলা হয়। সংগ্রহশালার অভ্যন্তরে প্রয়োজনে বিভিন্ন কৃত্রিম প্রতিকৃতি বানানো হয়। সঙ্গীত ও রংবেরঙের আলোর ব্যবহারও লক্ষ করা যায়।

৭. সংগ্রহশালা তথা প্রত্নবস্তুর নিরাপত্তার বিষয়টির উপরেও বিশেষ নজর দেওয়া হয়। যে শো-কেসে প্রত্নবস্তু রাখা থাকে, তা তালাবদ্ধ অবস্থায় রাখা হয়। আবার রক্ষণাবেক্ষণের প্রয়োজনে এবং প্রদর্শনীর সময় প্রত্নবস্তুগুলি যাতে খুব সহজে এক স্থান থেকে অন্যত্র সরানো যায়, তার উপর অধিক গুরুত্ব আরোপ করা হয়। কোনো পর্যটক যাতে কোনো প্রত্নবস্তুর ক্ষয়ক্ষতি করতে না পারে তার জন্য প্রত্নবস্তুর সঙ্গে পর্যটকদের নির্দিষ্ট দূরত্ব বজায় রাখার ব্যবস্থা করতে হয়।

৮. সকলের কথা ভেবে সংগ্রহশালার প্রবেশ মূল্য যথাসম্ভব কম রাখা হয়। তবে, অতিরিক্ত ভিড় এড়ানোর জন্য দর্শকদের গতিবিধি নিয়ন্ত্রণ করা এবং কোনো খাদ্য বা দাহ্য বস্তু নিয়ে কোনো পর্যটক যাতে প্রবেশ করতে না পারে, তার জন্য উপযুক্ত নিরাপত্তাকর্মী রাখতে হয়। বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ স্থানে বর্তমানে সি.সি. টিভি ব্যবহার করা হয়।

৯. কোনো ভাঙা অথবা বিকৃত প্রত্নবস্তু সাধারণত প্রদর্শনের জন্য রাখা হয় না। তাছাড়া, কোনো বস্তু যদি কোনো ধর্মীয়, সাম্প্রদায়িক অথবা ভাবাবেগে আঘাত হানতে পারে, তাহলে তেমন কোনো বস্তু প্রদর্শিত করা যায় না। সাধারণত অপ্রতুল এবং বিশেষ কোনো বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন প্রত্নবস্তুগুলিই প্রদর্শনের জন্য ব্যবহার করা হয়।

১০. অত্যধিক দর্শককে আকৃষ্ট করার জন্য এবং সংগ্রহশালার নিরাপত্তার কথা ভেবে ডিজিটাল উপায়ে আন্তর্জালিক মাধ্যমে সংগ্রহশালার বিশেষ প্রদর্শনের সুবিধা রাখা হয়। নির্দিষ্ট ওয়েবসাইটে এই মর্মে বিশেষ সূত্র বা LINK দেওয়া হয়। সংক্ষিপ্ত ভিডিও বানিয়ে প্রদর্শনের ব্যবস্থা করা হয়। গুরুত্বপূর্ণ নথিপত্র, দলিল-দস্তাবেজ এবং পাণ্ডুলিপি স্ক্যান করে কম্পিউটারে

ডিজিটাল মাধ্যমে সংরক্ষণের উপর বর্তমানে জোর দেওয়া হচ্ছে। সম্প্রতি ডিজিটাল আর্কাইভ (DIGITAL ARCHIVE)-এর ধারণা অত্যধিক জনপ্রিয় হয়েছে।